সাজেদা বার্তা

২৫ অক্টোবর, ২০১৪ | বর্ষ-০৩ | সংখ্যা-০৪ | ১০ কার্তিক, ১৪২১

তারকাকর্মী সম্মাননা অনুষ্ঠান-২০১৪

চাই মনো-স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যা

নিরাপদ পানীয় জল প্রত্যেকের অধিকার-ইমপ্যাক্ট প্রকল্প

পাঠরত আমরাও মানুষ প্রকল্পের শিশুরা

সম্পাদকীয়

এটা আনন্দের বিষয় যে আমরা "সাজেদা বার্তা" প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি। প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যেই চতুর্থ সংখ্যা বের হলো। আমরা আশা করি আমাদের সকল স্তরের সহকর্মী অতীতের মতই এ প্রকাশনা মনোযোগের সাথে দেখবেন এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তাদের মতামত জানাবেন। আমরা মনে করি ২০১৪ আমাদের জন্য একটা বিশেষ গুরুত্ববাহী বছর। এ বছর আমরা 'সিটি ফাউন্ডেশন' কর্তৃক সর্বোত্তম উদ্ভাবনীমূলক মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউট এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে মানবতাবাদী কাজের জন্য আইএমএস হেলথ-যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃত হই। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এটা আমাদের কাজের স্বীকৃতি।

এ বছর আমরা চট্টগ্রাম, নরসিংদিসহ বেশ কিছু এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছি। যারা নতুন এলাকায় সম্প্রসারণের নেতৃত্ব দেবেন আশা করি তারা ধৈর্য, সাহস ও প্রজ্ঞার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না প্রতিনিয়তই আমরা কিছু সংযোজন, বিয়োজন, নিরীক্ষাধর্মী কাজসহ নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। নিরাপত্তা কর্মসূচি তথা ক্ষুদ্রবীমার আওতায় প্রদত্ত প্রচলিত সুবিধার বাইরেও সদস্যদের বিভিন্ন অধিকার সুরক্ষায় আমরা জুলাই '১৪ হতে আরো বিস্তৃত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিশেষত নারীদের আইনি অধিকার বিষয়ে নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে গ্রাহকদের আরো সুবিধা প্রদানের অভিপ্রায়ে তাদের উদ্যোগের জন্য 'কর্ম নিরাপত্তা বীমা', শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষাকেন্দ্র, কোচিং ইত্যাদি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এসব সংযোজন, বিয়োজন বা নিরীক্ষার প্রভাব অনেক সময় আমাদের সহকর্মীদের নানাভাবে প্রভাবিত করে। আশা করি এসব পরীক্ষামূলক কাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারা দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেবেন এবং যেসব এলাকায় এসব পরীক্ষামূলক কাজ হবে সেসব এলাকায় সংশ্লিষ্ট সকলে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। কেননা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উদ্ভাবনীমূলক পরিষেবা দিয়েই আমাদের টিকে থাকতে হবে। যদিও আমরা উন্নয়ন সংস্থা; তবুও আমরা বাজার ও প্রতিযোগিতার নিয়মের বাইরে নই। বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই টিকে থাকতে হবে। গ্রাহকের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সবচেয়ে কার্যকর ও টেকসই প্রভাবক উন্নয়ন কর্মী নিজেই। তাই উন্নয়ন কর্মীকে হতে হবে সংবেদনশীল, পেশাদারী মনোবৃত্তির এবং চৌকস। গ্রাহক বা সদস্যর সাথে অবশ্যই তার নৈতিক সুসম্পর্ক থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। কেননা উন্নয়ন লক্ষ্য বা সংস্থার মিশন অর্জনে গ্রাহক ও কর্মী পরস্পর সহযোগী। এ সহযোগিতা যত বেশি কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে বাজারে টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি শক্তিশালী হবে। অবশ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে গুণগত সেবা, সুন্দর ও মানবিক আচরণ, প্রশ্নাতীত সততা এসব দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের কার্যকর ভিত্তি। আমরা আশা করব এ বিষয়গুলো সব সময় যেন আমাদের স্বাভাবিক চর্চার অংশ হিসাবে বিদ্যমান থাকে।

জাহেদা ফিজ্জা কবীর
নির্বাহী পরিচালক

সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক সর্বোত্তম সৃজনশীল ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে সাজেদা পুরস্কৃত

সিটি ফাউন্ডেশন প্রদত্ত পুরস্কারের চেক গ্রহণ করছেন নির্বাহী পরিচালক

সাজেদা ফাউন্ডেশন ২০১৩ সালে **সিটি ফাউন্ডেশন** কর্তৃক সর্বোত্তম সৃজনশীল ঋণ প্রদানকারী সংস্থা (২০১৩) হিসাবে নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য প্রায় ৪০০,০০০ টাকা যা' গত ১৪ জুন ২০১৪ তারিখ হোটেল সোনারগাঁয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাজেদা ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে সিটি ফাউন্ডেশন উন্নয়ন সংস্থা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এ পুরস্কারে পুরস্কৃত করে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না নির্ধারিত কিছু মানদন্ড এবং সেসব অর্জন সাপেক্ষে সিটি ফাউন্ডেশন কোন সংস্থা বা উদ্যোক্তাকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে থাকে। কোন সংস্থা পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনয়নের পর একটি নিরপেক্ষ কমিটির সরেজমিন যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য, ঋণ সহায়তার পাশাপাশি সাজেদা ফাউন্ডেশন সদস্যদের স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্রবীমা সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নানাবিধ জীবন নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদান করে থাকে। জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ও আইনি সহযোগিতার সমন্বয়ে সাজেদার ক্ষুদ্রবীমা মডেল স্বদেশ ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত এবং গ্রাহকের জীবন মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার কারণে সর্বোত্তম সৃজনশীল ঋণ প্রদানকারী সংস্থা (২০১৩) হিসাবে পুরস্কৃত হয়।

আইএমএস হেলথ্-যুক্তরাষ্ট কর্তৃক সাজেদা ফাউন্ডেশন পুরস্কৃত

আইএমএস হেলথ্ -যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সাজেদা ফাউন্ডেশন ২০১৪ সালে তার মানবতাবাদী ও কল্যাণমুখি কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়। এ পুরস্কারের পরিমাণ ১০,০০০ ইউএস ডলার। পুরস্কারের এ অর্থ

সংস্থা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন মানিকনগর এলাকায় পথবাসীদের জন্য নির্মিতব্য পেভমেন্ট ডুয়েলার্স সেন্টার (পিডিসি)-র কাজে ব্যয় করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্প্রতি আইএমএস হেলথ্-র কিছু প্রতিনিধি "আমরাও মানুষ" কর্মসূচির কারওয়ান বাজার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং পথবাসীদের উন্নয়নে সাজেদা ফাউন্ডেশনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আইএমএস হেলথ্ ভবিষ্যতে সাজেদা ফাউন্ডেশনের সাথে একযোগে কাজ করার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য আইএমএস হেলথ্-(IMS Health) বিশ্বব্যাপি তথ্য, সেবা ও প্রযুক্তিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিল্পে ব্যবহারের জন্য কাজ করে থাকে। স্বাস্থ্য পরিষেবা খাত উন্নয়নে এটি পৃথিবীর অন্যতম নেতৃস্থানীয় কোম্পানী।

তারকা কর্মী সম্মাননা ২০১৪

সেপ্টেম্বর ২০১৪-র প্রথম সপ্তায় সাজেদা ফাউন্ডেশন বিশেষ মানদন্ডের ভিত্তিতে ঋণ ও নিরাপত্তা কর্মসূচি হতে নির্বাচিত তারকা কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করে। গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুরস্থ ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তন, ঢাকায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ঋণ ও নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট ১৮ জন কর্মীকে এ সম্মাননা

সম্মাননা গ্রহণ করছেন একজন তারকাকর্মী

প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে ৩ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ১৩ জন মাঠ কর্মকর্তা ও ১ জন সাজেদা বন্ধু রয়েছেন। সম্মাননা হিসাবে প্রত্যেককে ৫০০০ টাকা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড, তারকা সনদ ও ব্যাজ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, তারকা কর্মী নির্বাচনে কর্মীদের দীর্ঘদিনের কাজের সংখ্যা ও গুণগত মান, সংস্থার প্রতি দায়বদ্ধতা, কর্তব্যনিষ্ঠতা ও কাজের স্বচ্ছতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্ত কর্মীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন এ স্বীকৃতি তাদের আনন্দিত করেছে এবং এ অর্জন তাদের সবার। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক ও সহযোগী পরিচালকও সহমত পোষণ করে বলেন যে, অবশ্যই এ অর্জন সকল সহকর্মীর। ভবিষ্যতে আরো অধিক সংখ্যক কর্মী যেন এ সম্মাননা অর্জন করতে পারেন তারা সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। একইভাবে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, অর্জিত সম্মান যেন তারা দীর্ঘসময় জুড়ে ধরে রাখতে পারেন এবং সংস্থার উচ্চতা যেন আরো বৃদ্ধি করতে পারেন।

ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ

চলতি বছর (২০১৪) সাজেদা ফাউন্ডেশন বেশ কিছু নতুন এলাকায় ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সংস্থা চট্টগ্রামে ৪টি এবং নরসিংদিতে ৪টি নতুন শাখা স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। চট্টগ্রামে নতুন এলাকায় স্থাপিত শাখাগুলি হচ্ছে - চৌধুরী হাট, বোয়ালখালি, ফটিকছড়ি ও মিরেশ্বরাই এলাকায় অন্যদিকে নরসিংদিতে স্থাপিত শাখাগুলো হচ্ছে মাধবদী পৌর এলাকা, ঘোড়াশাল পৌর এলাকা এবং নরসিংদি সদরের পাঁচদোনা ও ভেলানগর এলাকায়।

সুদীর্ঘ পর্যালোচনা ও একাধিক স্তরে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করে সংস্থা নতুন এ শাখাগুলোর কার্যক্রম শুরু করেছে। আশা করা যায় এসব শাখার মাধমে ভৌগলিকভাবে আরো বিস্তৃত এলাকায় তুলনামূলক অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংস্থা তার রূপকল্প তথা আনন্দময় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণে যোগ দিতে সহযোগী ও যুগ্ম পরিচালকের ইতালি গমন

সাজেদা ফডিন্ডেশনের সহযোগী পরিচালক জনাব মো. ফজলুল হক ও যুগ্ম পরিচালক জনাব মো. এমদাদুল হক দুটি ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে জুলাই '১৪ -তে ইতালি গমন করেন। সহযোগী পরিচালক জনাব মো. ফজলুল হক মাস্টারকার্ড ফাউন্ডেশন আয়োজিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়ে সাজেদার প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি সাজেদা ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবা প্রদান তথা ক্রস সেলিং বিষয়ক কৌশলসমূহ উপস্থাপন করেন। আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচির মধ্যে তিনি ক্ষুদ্রবীমা 'নিরাপত্তা', সঞ্চয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদির ভূমিকা ও পরিচালনা প্রক্রিয়া তুলে ধরেন।

বোল্ডার ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্সে সংস্থার সহযোগী ও যুগ্ম পরিচালক

অন্যদিকে একই সময়ে যুগ্ম পরিচালক জনাব মো. এমদাদুল হক ইতালির তুরিনে বোল্ডার ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স আয়োজিত ৩ সপ্তাহ ব্যাপি প্রশিক্ষণে যোগ দেন। পৃথিবীর প্রায় ১৪০ টি দেশের ক্ষুদ্রঋণ শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এ প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। ধ্রুপদী চিন্তা, উদ্ভাবন বৈচিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় ঋণশিল্পে নতুন মূল্য সংযোজনে এ প্রশিক্ষণ বেশ কার্যকর হিসাবে বিবেচিত।

কর্মসূচি পরিচিতি

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প (সিসিসিপি)

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে এফজিডি

বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন এবং তার অভিঘাত মোকাবেলা করা বাংলাদেশের মত প্রকৃতি নির্ভর দেশের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। জলবায়ুর সম্ভাব্য পরিবর্তন এবং এর ফলে অতি বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, লবনাক্ততা, খরাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না এসব দুর্যোগ সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে প্রবলভাবে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনসহ এর বহুমুখি অভিঘাত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, পরিবেশবাদী ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো বিশেষভাবে সচেতন। উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে সাজেদা ফাউন্ডেশন জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সমানভাবে সক্রিয়। তাই এটি পিকেএসএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প (সিসিসিপি) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ মূলত ***"জলবায়ু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য, পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন"*** লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নোয়ার পাড়া ও চীনাডুলি ইউনিয়নের জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। প্রকল্পের আওতায় ৫৩০টি বাড়ির ভিটে ও উঠান উঁচু করা, ১৭৭টি নলকূপ স্থাপন করা এবং ১০০টি ল্যাট্রিন স্থাপন করা ছাড়াও প্রায় ৪০০০ মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্য ও পানীয় জল বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করার পরিকল্পনা রয়েছে। দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ২টি ইউনিয়নের প্রায় ৫০,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

সাজেদার ক্ষুদ্রবীমা কর্মসূচিতে যুক্ত হতে যাচ্ছে দুটি নতুন বীমা পরিষেবা

সাজেদা ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র বীমা কর্মসূচিতে যুক্ত হতে যাচ্ছে দুটি নতুন বীমা পরিষেবা। এর একটি হচ্ছে "কর্ম নিরাপত্তা বীমা" যা' সদস্য পরিচালিত উদ্যোগের কর্মীদের জীবন ও স্বাস্থ্য (মৃত্যু, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা) বিষয়ক বীমা পরিষেবা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে একজন বীমা গ্রাহকের মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারী নগদ ৫০০০ টাকা, অসুস্থতায় সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিতে সর্বোচ্চ ১৫ অর্ধদিবসের

বেতনের সমপরিমাণ বীমাদাবী প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও বীমা গ্রহকেরা বছরে অন্যূন ২ বার বিনা খরচে একজন এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাবেন। এটি একটি দলীয় বীমা পলিসি। প্রতি বছর নির্ধারিত বীমা প্রিমিয়াম (২৬০ টাকা) প্রদান সাপেক্ষে সদস্যদের গৃহীত উদ্যোগে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরা এ বীমা দাবীর সুবিধাসমূহ ভোগ করতে পারবেন। বীমাসেবা প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ৫০ শতাংশ পরিশোধ করবেন কর্মী নিজে এবং বাকী ৫০ শতাংশ পরিশোধ করবেন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের স্বত্ত্বাধিকারী। অক্টোবর ২০১৪ হতে পরীক্ষামূলকভাবে লালবাগ শাখা (৪৫) ও কালীগঞ্জ শাখায় (৪৬) এ বীমা পরিষেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আশা করা যায় উদ্যোক্তা সদস্য ও তাদের কর্মীরা এ বীমা পরিষেবা আনন্দের সাথে গ্রহণ করবেন এবং প্রযোজ্য সুবিধাসমূহ ভোগ করবেন।

অন্যদিকে প্রাগ্রসর সঞ্চয়ী সদস্য অর্থাৎ যাদের সাকুল্যে সঞ্চয় ৭০০০ টাকার উর্ধ্বে তাদের জন্য ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ পরীক্ষামূলকভাবে চালু হতে যাচ্ছে "সঞ্চয় বীমা"। এ বীমার আওতাভূক্ত সদস্যের সন্তানেরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ কোচিং সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

আমরাও মানুষ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে বস্ত্র, স্যান্ডেল ও খাবার বিতরণ

ঈদুল ফিতর ২০১৪ উপলক্ষে সাজেদা ফাউন্ডেশন আমরাও মানুষ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে বস্ত্র, স্যান্ডেল ও খাবার বিতরণ করে। আমরাও মানুষ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে পথবাসী বা উদ্বাস্তু মানুষজন। সাজেদা ফাউন্ডেশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরে ৭টি পথবাসী কেন্দ্র পরিচালনা করে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ পথবাসী মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, বিশ্রামসহ বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে আসছে। ঈদুল ফিতর ২০১৪ উপলক্ষে এসব কেন্দ্রের শিশুদের মাঝে ৬৮০ সেট পেষাক, ৭৬২ জোড়া স্যান্ডেল ও উন্নত মানের খাবার বিতরণ করা হয়। পোষাক, স্যান্ডেল ও উপাদেয় খাবার পেয়ে শিশু-কিশোররা বিশেষভাবে আনন্দিত হয়। উল্লেখ্য, বিতরণকৃত এসব উপাদানের আর্থিক মূল্য প্রায় ২৫৮০০০ টাকা সমপরিমাণের।

মধ্যাহ্ন ভোজ-আমরাও মানুষ প্রকল্প

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

গত ২৯ জুন ২০১৪ তারিখে গাজীপুর এরিয়ায় শিমুলতলী শাখার উদ্যোগে ডিজেল প্ল্যান্ট মিলনায়তনে এলাকার ৩৬ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহযোগী পরিচালক জনাব মো. ফজলুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া, রঞ্জন কান্তি শীল, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জনাব মামুনুর রশিদ খান, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব সুমাইয়া বিনতে শরিফা, সাউথ ইষ্ট ব্যাংকের জয়দেবপুর শাখার ব্যবস্থাপক জনাব মো. হাবিবুর রহমান মোল্লা, গাজীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম ও সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সাজেদা ফাউন্ডেশন প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তি স্বল্প আয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষাজীবনকে স্বাচ্ছন্দময় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। উল্লেখ্য

শিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করছেন ছাত্রছাত্রীরা

একই সময়ে নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মাঝেও শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তি পেয়ে ভীষণ আনন্দিত ও আপ্লুত। উল্লেখ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সাজেদা ফাউন্ডেশন মোট ৫৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৩,০০১,৫০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করেছে।

কেস স্টাডি-১ (৮নং শনির আখড়া শাখা, ঋণ কর্মসূচি)

প্রকল্পঃ অলিল এন্টারপ্রাইজ (ইলেকট্রিক বোর্ড এন্ড পাইপ কারখানা)

উদ্যোক্তাঃ মো. অলিল বেপারী

দক্ষিণ দনিয়া, কদমতলী, ঢাকা

মোঃ অলিল বেপারী শরিয়াতপুর জেলার পালং অন্তর্গত কুয়ারপুর গ্রামে এক গরীব পরিবারে জন্ম। পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় লেখা পড়া খুব বেশি করা হয়নি।

জীবিকার সন্ধানে এসে রুহুল আমিন ইলেকট্রিক বোর্ড কারখানা নামক একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী শুরু করেন। হেলপার হিসাবে সেই কারখানায় দুই বছর কাজ করেন। কাজের অভিজ্ঞতা তাকে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাই চিন্তা করলেন নিজেই কিছু করবেন। অর্জিত অভিজ্ঞতা ও ব্যবসার বুদ্ধির বলে তিনি নতুনভাবে একটি ইলেকট্রিক

বোর্ড কারখানা চালু করেন মাত্র দুই জন কর্মচারী নিয়ে। তার কারখানায় উৎপাদিত হয় ইলেকট্রিক চ্যানেল, কাঠ ও প্লাস্টিক বোর্ড ইত্যাদি। পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা মিলে দিনে দিনে তার কারখানার উন্নতি হতে থাকে। স্বভাবতই সময়ের দাবীতে কর্মচারী সংখাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই তার কারখানা লাভজনক হতে শুরু করে।

অধিকতর আত্মপ্রত্যয়ী অলিল আরো একটি প্রকল্প স্থাপনের চিন্তা করেন। তুলনামূলক বেশি লাভজনক হওয়ায় পরে তিনি একটি পাইপ কারখানা চালু করেন। মাত্র ৫ জন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এ পর্যায়ে ব্যবসা প্রসারের জন্য পূঁজির ঘাটতির দিকটা বিশেষভাবে অনুভব করতে থাকেন। তিনি একাধিক ব্যাংক ও এন,জি,ও তে যোগাযোগ করেন। অবশেষে ২০০৭ সালে সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে একেবারেই সহজ শর্তে ৮০,০০০ টাকা (আশি হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে তার ব্যবসা আরো সম্পসারণ করেন। ২০০৮ সালে ঋণ গ্রহণ করেন ১৫০,০০০ টাকা। এর ফলে কারখানায় ২০-২৫জন লোকের কর্ম সংস্থান হয়।

পরিশ্রমে সাফল্য

দফাভিত্তিক ঋণের তথ্য-

বছর	টাকার পরিমাণ	বছর	টাকার পরিমাণ
২০০৭	৮০,০০০ টাকা	২০১০	৩০০,০০০ টাকা
২০০৮	১৫০,০০০ টাকা	২০১১ (১.৫ বছর মেয়াদি)	৪০০,০০০ টাকা
২০০৯	২০০,০০০ টাকা	২০১৪ (১.৫ বছর মেয়াদি)	৬০০,০০০ টাকা

ঢাকার নবাবপুরসহ তার কারখানার পণ্য বাংলাদেশের সকল এলাকায় বিক্রয় হয়। জনাব অলিল সাহেবের উৎপাদিত পণ্য অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃবিশ্বে রপ্তানি করার সুযোগ আছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের কারণে তার কারখানায় প্রতি বছর কিছু নতুন লোকের কর্মসংস্থান হয়। জনাব অলিল সাহেব সৎ ও কর্মঠ। কর্ম এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম আছে। বর্তমানে সাজেদা ফাউন্ডেশনে তার ৬০০,০০০ টাকা (ছয় লক্ষ টাকা) ঋণ আছে। প্রতি মাসে তিনি প্রায় ১,৩০০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রি করে থাকেন। সব মিলে তার খরচ হয় প্রায় ১,২০০,০০০ টাকার মত। এর মধ্যে কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হয় প্রায় ১৫০,০০০-২০০,০০০ টাকার মত। তিনি নিয়মিত ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রদান করেন। প্রতি মাসে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা লাভ করতে পারেন। ভবিষ্যতে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তার আরো পূঁজির দরকার। বর্তমান অবস্থায় তার প্রতিষ্ঠানে কর্মচারির সংখ্যা ২০-২৫ জন। তিনি কর্মচারী আরো বৃদ্ধি করতে পারেন। কর্মচারীর সাথে সাথে তিনি নিজেও কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য দ্বারা সমাজ ও দেশ সবিশেষ উপকৃত হয়েছে। তার ব্যবসাটি লাভজনক ব্যবসা এবং তার প্রতিষ্ঠানে কোন শিশু কর্মচারী নেই ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্রদের সহযোগিতায় সাজেদা ফাউন্ডেশন

ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীগণ নিয়মিতভাবে তাদের ইন্টার্নশিপ ফিল্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন করার জন্য সাজেদা ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোকে স্বল্পকালীন (৬০দিন) সময়ের জন্য প্রায়োগিক কাজের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। ইতোমধ্যে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ৪ জন ছাত্র এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ৯ জন ছাত্র তাদের ইন্টার্নশিপ ফিল্ড ওয়ার্ক সম্পন্ন করেছেন। সাজেদা ফাউন্ডেশনের সিনিয়র এডভাইজর জনাব মোহাম্মদ আবদুস সবুর ইন্টার্নশিপ করতে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে, উচ্চশিক্ষাসহ ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজকর্ম বিষয়ক প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনে সহযোগিতা করে সাজেদা ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে আনন্দিত। উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী তাদের ইন্টার্নশিপ ফিল্ড ওয়ার্ক করার জন্য সাজেদা ফাউন্ডেশনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এছাড়াও শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এমন ছাত্র-ছাত্রিরাও এখানে নিয়মিত ইন্টার্নশিপ করে থাকেন।

গাজীপুরে সাজেদার তৃতীয় হাসপাতাল

সাজেদা ফাউন্ডেশনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বা রূপকল্পের অন্যতম প্রধান দিক স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংস্থা ইতোপূর্বে এর কর্মএলাকা ঢাকার কেরাণীগঞ্জ ও নরায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় ২টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। বলার অপেক্ষা রাখে না কম খরচে উন্নত ও পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে হাসপাতাল দু'টি এলাকায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। একই লক্ষ্য সামনে রেখে সংস্থা গাজীপুরের বোর্ড বাজার এলাকায় নিজস্ব জমিতে ১৫ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে এর তৃতীয় হাসপাতাল নির্মাণ করতে যাচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে ৫ তলা

কম খরচে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা

সম্পন্ন করে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের প্ল্যানিং ও ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। উল্লেখ্য, গাজীপুর একটি বর্ধিত শিল্পাঞ্চল এবং স্বল্প আয়ের মানুষের সংখ্যা এখানে ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু বিপুল মানুষের তুলনায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছেনি। আশা করা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে তৃতীয় হাসপাতালের কাজ সম্পন্ন হবে এবং প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যেই এলাকার মানুষ উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পেতে শুরু করবে।

আইইউবি, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি ও আহসানিয়া মিশনে সাজেদার মনো-সামাজিক সহায়তা সেবা

সম্প্রতি আইইউবি (ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের), ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি ও আহসানিয়া মিশনের সাথে মনো-সামাজিক সহায়তা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সাজেদা ফাউন্ডেশনের ৩টি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হয়। শরীর ও মনের সার্বিক সুস্থতাই যে স্বাস্থ্য এ ধারণা ক্রম-প্রসারী। তাই শরীরের পাশাপাশি মনের বা আত্মার সুস্থতার গুরুত্ব বাড়ছে ভুবন জুড়ে। বাংলাদেশেও ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে মনো-স্বাস্থ্যের পরিচর্যার গুরুত্ব বিশেষভাবে সম্প্রসারণশীল। এ ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত উন্নয়ন সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সাজেদার মনো-সামাজিক সহায়তা কর্মসুচির অঙ্গীকারনামা সম্পাদিত হয়। এর আওতায় সেপ্টেম্বর '১৪ থেকে সপ্তাহে তিনদিন সাজেদা ফাউন্ডেশনের মনোসামাজিক সহায়তা সেবা কেন্দ্রের কাউন্সেলরা ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক ও স্টাফদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করবেন।

শিশু নগরী আহসানিয়া মিশন

একইভাবে ব্র্যাক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ব্র্যাক সেকেন্ডারী এডুকেশনে অন্তর্ভুক্ত শিশুদের মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান ও তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে সংশ্লিষ্ট মেন্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি চাহিদা নিরূপন কার্যক্রম (সেপ্টেম্বর ২০১৪) সম্পন্ন হয়েছে। ব্র্যাক মনো-সামাজিক মেন্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মডিউল প্রস্তুতসহ আনুসঙ্গিক কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

একইভাবে মনোসামাজিক সহায়তা কেন্দ্র আহসানিয়া মিশনের পঞ্চগড়ে অবস্থিত "শিশু নগরীর" পথ শিশুদের দীর্ঘমেয়াদে সহায়তা প্রদানের জন্য চাহিদা নিরূপণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে এবং শিশুদের অধিকতর সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে মনো-সহযোগিতামূলক পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি কর্তৃক মনো-সামাজিক সহায়তা সেবার উচ্চ প্রশংসা

সম্প্রতি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির ইন্টারন্যাশনাল মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষক জনাব Alicia Juan সাজেদা ফাউন্ডেশনের মনো-সামাজিক সহায়তা পরিষেবার উচ্চ প্রশংসা করেন। সাজেদা ফাউন্ডেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেরিত এক পত্রের মাধ্যমে তিনি তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মনো-সামাজিক সহায়তা

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল কর্তৃক পরিচালিত ঢাকা নার্সিং কলেজের প্রথম ব্যাচের একজন ছাত্রীর আকস্মিক আত্মহত্যাজনিত কারণে অন্যসব ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট অনেকের মনে প্রবল আতংক ও নৈরাশ্য তৈরি হয়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোনভাবেই বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছিল না। অবশেষে তারা সাজেদার মনো-সামাজিক সহায়তা কেন্দ্রের সহযোগিতা নেন এবং এখানকার কাউন্সিলরদের মনো-সামাজিক সহায়তা গ্রহণ করে বিশেষভাবে উপকৃত হন।

সদস্যদের জন্য আইনি সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

নিরাপত্তা কর্মসূচির (ক্ষুদ্রবীমা) আওতায় সাজেদা ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন থেকে সদস্যদের আইন ও অধিকার বিষয়ক পরিষেবা প্রদান করলেও জুলাই '১৪ হতে আরো বিস্তৃত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শাখায় সদস্যদের জন্য নিয়মিতভাবে আইনি সচেতনতা বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সাজেদা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ৮টি শাখায় আইন ও অধিকার উন্নয়ন সংস্থা ব্লাস্টের সহযোগিতায় বিশেষ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে পারিবারিক আইন, ফৌজদারি আইন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন,

আইনি পরিষেবা

লিগ্যাল এইড বা আইনগত সহায়তা কী এবং তা কীভাবে কোথায় পাওয়া যায় প্রভৃতি বিষয় আলোচনার পাশাপাশি এতদ্ব্যবিষয়ক তাদের অধিকার ও তা বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। জুলাই '১৪ হতে বিভিন্ন শাখায় আইনী সচেতনতা বিষয়ক মোট ৪০টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালায় ইতোমধ্যে ১১২৭ জন সদস্য আইন ও অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং আইনি পরামর্শ পেয়েছে ১৩৪ জন। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এসব কর্মশালা ছিল বেশ প্রাণবন্ত। একজন আইন কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও আরো ২ জন আইন কর্মকর্তা প্রয়োজন অনুসারে পারস্পরিক সহযোগিতায় সদস্যদের আইনি সহযোগিতা দিয়ে থাকেন।

কেস স্টাডি-২ (সমৃদ্ধি কর্মসূচি)

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার বাট্টাজোড় ইউনিয়নের বীরগ্রামের কান্দাপাড়ার গ্রামের মো. লালমন এর সাথে হাফেজা বেগমের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স নিতান্তই অল্প। সংসারের অভাব অনটনকে উপেক্ষা করেই তার সংসারে পরপর যুক্ত হয় ৫ সন্তান। আনন্দ-বেদনায় তবু চলছিল তাদের সংসার। কিন্তু ২০০২ সালে হঠাৎ করে একদিন লালমন অসুস্থ হয়ে খানিকটা অবিবেচকের মতই পৃথিবীর সব বন্ধন ছিন্ন করেন। নিঃস্ব অসহায় হাফেজার জীবনে নেমে আসে কঠিন অমানিশা। পাঁচ সন্তান নিয়ে হাফেজা দিশেহারা। খেয়ে পরে বাঁচার কোন অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে অগত্যা নেমে পড়েন

ব্যবসায় লক্ষ্মী বাসে

ভিক্ষাবৃত্তিতে। গত এক যুগ ধরে হাফেজা ভিক্ষা করেই জীবন চালান। প্রায়ই অসুস্থ থাকে তার শরীর। তবু ভিক্ষা না করে উপায় নেই। ভিক্ষাবৃত্তির সামান্য সঞ্চয় জমিয়ে মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ছেলেরা বড় হলেও কেউ মায়ের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেনি। বয়স বাড়তে থাকে হাফেজার। ভিক্ষার গ্লানিতে সে ক্লান্ত। এ গ্লানি থেকে নিস্কৃতি পেলেই মুক্তি মিলত। কিন্তু মুক্তির উপায় কি? বিধাতা হয়তো অলক্ষ্যেই বসে সে পথ তৈরি করে দিচ্ছিলেন। ২০১৩ সালে সাজেদা ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-র সহায়তায় বাট্টাজোড় ইউনিয়নে যোজিত করে সমৃদ্ধি কর্মসুচি। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নের ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের একটি পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়। কপর্দকহীন বয়োবৃদ্ধ নারী স্বাভাবিকভাবেই পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার পায়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তাদের সাথে আলাপে জানালেন সহযোগিতা পেলে তিনি মুদি মাল ও চা বিক্রির মত ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে পারবেন। প্রাথমিক নির্বাচন ও পরবর্তীতে সক্ষমতা যাচাই করে কর্মসূচি তার কাছে দোকান নির্মাণ ও মালামাল সহযোগে সাকুল্যে এক লক্ষ (১০০,০০০) টাকার ব্যবসা হস্তান্তর করে। এভাবে ২০১৪ সালে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে বেরিয়ে নিজেকে এক সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত করল। বর্তমানে সে সুন্দরভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছে। তার দৈনিক আয় ১৫০-২০০ টাকার মত। এতেই তার সংসার সুন্দরভাবে চলছে।

সমৃদ্ধি ও প্রাইম কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের বাসক বিক্রি

সাজেদা ফাউন্ডেশনের জামালপুর জেলায় পরিচালিত সমৃদ্ধি ও প্রাইম কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডসমূহের একটি হচ্ছে রাস্তা, অনাবাদি জমি, জমির আল প্রভৃতি স্থানে বাসক চাষ করা। ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ নির্বাচিত আগ্রহী

বাসক সংগ্রহ করছেন একজন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সদস্য

কৃষকদের মাঝে বাসকের চারা বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময় হতে বাসক পাতা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সেপ্টেম্বর '১৪ নাগাদ সমৃদ্ধি কর্মসূচির ১০ জন চাষি ১৩৫ কেজি ও প্রাইম কর্মসূচির চাষিগণ ১৯২ কেজি বাসক পাতা সংগ্রহ করেন। আহরিত মোট ৩২৭ কেজি বাসক পাতা চুক্তি মোতাবেক স্কয়ার ফ্যার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কোম্পানির নিকট প্রতি কেজি ৪০ টাকা মূল্যে মোট ১৩,০৮০ টাকা বিক্রি করা হয়। প্রথম পর্যায়ের বিক্রিত টাকা সংশ্লিষ্ট কৃষকদের হাতে তুলে দেয়া হয়। আশা করা যায় পরবর্তি মৌসুম হতে আরো বেশি পরিমাণ পাতা আহরণ করা যাবে। আহরিত বাসক পাতা বিক্রি করে কৃষকেরা তাদের আয় কিছুটা হলেও বাড়াতে সক্ষম হবেন।

মৌচাকের স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রবীন নিবাস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

ইতোপূর্বে সাজেদা বার্তার তৃতীয় সংখ্যায় গাজীপুর মৌচাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রবীন নিবাস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থাপনা নির্মাণের পরিকল্পনার সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে এসব কাজের বেশ খানিকটা অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। মৌচাকের জমির চারিদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। অক্টোবর '১৪-র মাঝামাঝিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের লে-আউট সম্পন্ন হয়েছে এবং অক্টোবরের শেষ নাগাদ এর নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে নভেম্বরের শুরুতেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট সম্পন্ন হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রবীন নিবাস ও সার্ভিস বিল্ডিং-র কাজও সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা মানিকনগর পিডিসি নির্মাণের অগ্রগতি

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ), ওয়াটার এইড, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও সাজেদা ফাউন্ডেশন-র যৌথ উদ্যোগে পথবাসীদের জন্য নির্মিতব্য আশ্রয় কেন্দ্রের (পিডিসি) কাজ দ্রুততালে এগিয়ে চলছে। দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনের প্রথম তলার নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে অনেকখানি সম্পন্ন হয়েছে। পথবাসীদের রাত্রিকালীন আশ্রয় ছাড়াও এ কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করা যায় ডিসেম্বর ১৪ নাগাদ এ আশ্রয় কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হবে এবং পথবাসী ও সাধারণ জনগণ বিশ্রাম, আশ্রয় ও পয়ঃ ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রায়শ একটি আদর্শিক ও কৌশলগত বিষয়। উন্নয়ন দর্শনের দিক থেকে সাজেদা ফাউন্ডেশন অতীতে যেমন সমন্বিত উন্নয়ন ধারা অনুসরণ করেছে ভবিষ্যতেও সে ধারা অব্যাহত রাখবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি সংস্থা দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রবীমা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামনে রাখবে।

পরিষেবা বৃদ্ধির দিক থেকে এটি প্রতি বছর ১৫-২০% প্রবৃদ্ধিকে প্রধান্য দিয়ে অগ্রসর হবে। তাই আগামী ৫ বছরে ঋণ কর্মসূচির ২০০ শতাধিক শাখার মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে গ্রাহকদের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। একই পরিসরে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কর্মসূচিও পরিবর্ধিত হবে। কর্মীদের ক্যরিয়ার উন্নয়নের স্বাভাবিক প্রণোদনার পাশাপাশি কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক পারিতোষিক প্রভৃতি বিষয় সমধিক গুরুত্ব পাবে।

সব কর্মসুচির পারস্পরিক সমন্বয় রেখে ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরারও সমান চেষ্টা থাকবে। ঋণ ছাড়াও এটি দেখে শুনে স্বল্প মাত্রায় শেয়ার বাজার ও অন্যান্য সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগের চেষ্টা করবে এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও তার কার্যকর ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেবে। পূর্বেকার মতই নতুনত্ব ও উদ্ভাবনীমূলক পরিষেবা প্রদান আগামী দিনের মূলনীতি হিসাবে বিবেচিত হবে। গ্রাহক পর্যায়ে শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও মানবতার উন্মেষই হবে এর উন্নয়ন আদর্শ।

উল্লসিত জীবন (আমরাও মানুষ প্রকল্প)

কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে স্বনির্ভরতার পথে বশী বেওয়া (সমৃদ্ধি)

নির্বাহী সম্পাদক
জাহেদা ফিজ্জা কবীর

সম্পাদক
দিলীপ মজুমদার
বিকাশ সাহা

পরামর্শক পর্ষদ
ডা. আবদুস সবুর
ডা. শমশের আলী খান
মো. ফজলুল হক
মো. এমদাদুল হক

সাজেদা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত